"আবার তোরা মানুষ হ।"

১ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৯ [৫ম সংখ্যা

শায়ক-বেঁধা পাখী

রে নীড়-হারা, কচি-বুকে-শায়ক-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?
কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে ?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি, কিছুই দেখিনা যে !
ওরে মাণিক ! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে
তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষ-পুটে ঢাকি' ।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?
বক্ষে বিঁধে বিষ-মাখানো শর,
পথ-ভোলা রে ! লুটিয়ে প'লি এ কা'র বুকের 'পর ?
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর ?
তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি ?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হায় এ কোথায় শান্তি খুঁজিস্ তোর ?
ডাক্‌ছে দেয়া, হাঁক্‌ছে হাওয়া, কাঁপ্‌ছে কুটীর মোর,
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,
দুলে দুঃখ-রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি' থাকি'।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী !
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তি-হীনার দ্বারে,
মাণিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে
ওরে তাইত ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি।
ওরে আমার হারামণি ! ওরে আমার পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হারিয়ে-পাওয়া ওরে আমার মাণিক !
দেখেই তোরে চিনেছি আয় বক্ষে ধরি খানিক।
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক
ওরে হারার ভয়ে ফেল্‌তে পারে চির-কালের মা কি ?
ওরে আমার হারামাণিক ! ওরে আমার পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

এযে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই ত আমার ন'স রে অতিথ অতীত কালের কেহ,
বারেবারে নাম হারায়ে এসেছিস্ এই গেহ।
এই মায়ের বুকে থাক্ যাদু তোর য'দিন আছে বাকী,
প্রাণের আড়াল কর্‌তে পারে সৃজন-দিনের মা কি ?
ওরে পাগল ! হারিয়ে যাওয়া ? সেত চোখের ফাঁকি।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম